EI SAMAY DATED 01.08.2023

নীতি নির্ধারণ করল পূর্ত দপ্তর

পাইপলাইনে ঘরে ঘরে গ্যাস দিতে চায় রাজ্য

পার্থসারথি সেনগুপ্ত

তিন চাকার ভ্যান থেকে কাঁধে সিলিন্ডার চড়িয়ে বাড়ির বেল বাজাচ্ছে খাকি উর্দি — এমন দিন কি শেষ হতে চলেছে?

গৃহস্থের ঘরে পাইপলাইনে এলপিজি গ্যাস সরবরাহের জন্য 'সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক'-এর (সিজিডিএন) পরিকাঠামো গঠনে নীতি নির্ধারণ করলো রাজ্য সরকার। গত ২৬ জুলাই সেই নীতি প্রকাশ করেছে পূর্ত দপ্তর। নগর-জনপদ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কীভাবে এই পাইপলাইন পাতা হবে, কলকাতা-সহ নানা জায়গায় সমীক্ষা চালানো, গ্যাস পাইপলাইন বসানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সি/সংস্থাগুলিকে জমি, পরিকাঠামো পুনরুদ্ধার, সিকিউরিটি ডিপোজিট, অ্যাপ্লিকেশন ফি ইত্যাদি বাবদ কত অর্থ দিতে হবে — সবই রয়েছে ১৬ পাতার এই নীতিতে।

নবনির্ধারিত নীতিটির সূচনাতেই পূর্তসচিব জানিয়েছেন, 'এই মুহূর্তে 'লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস' (এলপিজি) সিলিন্ডার ফিলিং স্টেশন থেকে গৃহস্থদের বাড়িতে বাড়ি সড়ক পরিবহণের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়াই চল। এর জেরে রাস্তায় ট্রাফিকের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। সেই প্রেক্ষিতে ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে অনুঘটকের কাজ করবে। সাধারণ মানুষের কাছে নিরাপত্তার নানা শর্ত বজায় রেখে অপেক্ষাকৃত সস্তায় রান্নার গ্যাস সরবরাহের কাজটি সুগম হবে।' সেদিকে নজর রেখেই যে পেট্রোলিয়াম ন্যাচারাল গ্যাস রেগুলেটারি বোর্ড শহরাঞ্চলে ভূগর্ভে পাইপের মাধ্যমে গ্যাস সরবারাহের কাজটির দায়িত্ব দিচ্ছে লাইসেন্সড কোম্পানিগুলিকে, সেটাও এই নীতিতে উল্লেখ রয়েছে সংস্থাগুলি কাজ শুরু করতে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' পেতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাগুলির দ্বারস্থ হচ্ছে। পূর্ত দপ্তর প্রণীত নীতিতে স্বীকার করা হয়েছে, এযাবৎ কোনও 'সুনির্দিষ্ট' নীতি না থাকায় কোম্পানিগুলি নানা সমস্যায় পড়ছে। নীতিতে বলা হয়েছে, দুই ধরনের পাইপ ভূগর্ভে বসবে। উচ্চ চাপ সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন স্টিল পাইপলাইন ও মাঝারি/নিম্ন চাপের জন্য মিডিয়াম ডেনসিটি পলিথিলিন (POLYETHYLENE) পাইপলাইন। স্টিলের পাইপ প্রতিটি জেলায় গড়ে ১০০-১৫০ কিলোমিটার এলাকায় ছড়িয়ে থাকে। মিডিয়াম ডেনসিটি পলিথিলিন পাইপের ব্যাপ্তি গড়ে ১০০০-১৫০০ কিলোমিটার। এটি বসানো হয় মূলত অলিগলিতে।

নীতিতে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলি সরকার নির্ধারিত দপ্তর/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাগুলির কাছে আবেদন করবে। আবেদনের পদ্ধতি হবে 'সিঙ্গল উইনডো মেকানিজম'। কোন কোন দপ্তর বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কাছে আবেদন করতে হবে, তা অল্প কিছুদিনের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। তবে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাইপলাইন বসানো হলে আলাদা করে বন দপ্তরের কাছ থেকে এনওসি নিতেই হবে।

THE TIMES OF INDIA DATED 27.08.2023

Demand for CNG, LPG cars rises despite supply hiccups

Krishnendu.Bandyopadhyay
@timesgroup.com

Kolkata: The remarkable shift to cleaner-fuel vehicles in Kolkata this year is not just restricted to battery-operated or hybrid vehicles. Vehicles powered by petrol and ethanol, zero in 2019, have seen a substantial rise, to 337. Even 52 vehicles that run on compressed natural gas (CNG), despite a supply shortage, have been registered.

Another cleaner fuel, liquefied petroleum gas (LPG), has also gained traction, with 191 LPG-run vehicles registered, said a senior transport department officer.

The shift towards cleaner fuels indicates a conscientious effort among citizens to contribute towards environmental conservation and reduce pollution. This shift

GOING GREEN

aligns with global trends and a growing emphasis on sustainable transport.

Despite the shift towards alternative fuels, petrol retains its status as the preferred choice of fuel. A total of 15,649 petrol-powered vehicles have been registered until July 31 this year. Diesel, on the other hand, has clearly lost popularity. Until July 31, just 1,401 were registered, compared to the 4,455 diesel vehicles of 2023.

"The most significant part of this shift is the significant drop in vehicles powered by 'dirty diesel'," said a transport department official. "The pandemic, I think, played a role. During that time, a lot of people quit smoking and became acutely aware of the need for clean air. Of course, the gap between diesel and petrol prices has increasingly narrowed, making the diesel option economically unviable," he added.

THE TIMES OF INDIA DATED 27.08.2023

City green vehicle count this year 4 times past pre-pandemic 2019

Krishnendu.Bandyopadhyay
@timesgroup.com

Kolkata: Close to 3,000 Kolkatans opted to buy vehicles that run on cleaner, alternative fuel in the first seven months of 2023. The trend, correlating with a sharp fall in the number of diesel vehicles bought in 2019, a pre-pandemic year, is a clear indication of growing concern for the environment and marks a significant transition in the city's automotive landscape.

Until July 31, as many as 2,822 'green-fuel' vehicles (the figure includes hybrid vehicles — petrol/diesel vehicles that also run on battery) were registered by the regional transport office (RTO) run by the public vehicles department (PVD). In 2019, the figure was just 694.

The single-most important factor that has made this green transition possible is, of course, the adoption of electric vehicles (EV). Only 21 EVs were registered in 2019, whereas this year, as many as 789 such vehicles have been registered till July, with five more months to go. If we count just hybrid vehicles, 2019 throws up a combined figure of 673. The hybrid figure for 2023, until July, is 926.

SHIFTING GEAR

Vehicle type	2023	2019
Electric	789	21
Petrol-CNG	527	3
Petrol-Ethanol	337	0
Petrol Hybrid	916	556
LPG	191	478
CNG	52	0
Diesel Hybrid	10	117

▶Rise in demand, P 2